JUN. ● 1 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা 8 কলাম ...

সম্পাদকীয়

কা শুক্রবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮
জুন ২০০১

কলেজ লাইব্রেরির জন্য বই

স্কুল-কলেজের জন্য সরকারি বই কেনা কর্মসূচির নানা অনিয়ম নি
ইতিপূর্বে ভোরের কাগজে বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত বছ
মাঝামাঝি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের জন্য শিশুতোষ বইয়ের তালি
নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। প্রায় ১৪ কোটি টাকার ৯০০ শিশুতোষ
কেনা ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পে তা বিতরণের কথা ছি
মন্ত্রণালয়ের গঠন করে দেওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি যে তালিকা তৈরি করে
তাতে দেখা গিয়েছিল নিম্নমানের, অশালীন, প্রাথমিক স্তরের অনুপযে
বইয়ের ছড়াছড়ি। একই বছর মে মাসে কলেজ লাইব্রেরিগুলোর জ
নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় দেখা গেলো পাইরেটেড, নকল বই, গাইড ব
নিম্নমানের প্রকাশনা, নাম-ঠিকানাবিহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বই। এ তালিক
বলাবাহুল্য, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি করা এবং সে কমিটি
জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাই ছিলেন। তালিকাটি মূল্যায়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
আনিসুজ্জামানের কাছে পাঠানো হলে তিনি তার প্রতিবেদনে মন্ত
করেছিলেন যে এতে পাইরেটেড, নিম্নমানের ও নকল বই রয়েছে এ
তালিকা দেখে মনে হয় 'বই কেনাই' এর প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক বইকে
সৃজনশীল বই বলা যায় না, তালিকাভুক্ত কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও ভুয়
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন, বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস
সম্ভবত তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি।

উক্ত দুটো ক্ষেত্রেই শিক্ষামন্ত্রী বিশেষভাবে তদন্ত করিয়েছিলেন
কিভাবে এমন ধরনের বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো।

এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজ লাইব্রেরির জন্য বই কেনার উদ্দে
যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন তার প্রধান ছিলেন ড. আনিসুজ্জাম
স্বয়ং। এবার নির্বাচিত চার শতাধিক বইয়ের যে তালিকা করা হয়েছে তা
নকল কিংবা পাইরেটেড বই নেই। কিন্তু ভোরের কাগজে বুধবার প্রকাশি
এক রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, এ তালিকাতেও ঢুকে পড়েছে বেশ কি
নিম্নমানের বই, কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বই, ...চনা বা হঠ
গজানো প্রকাশনা সংস্থার বই। মন্ত্রীদের লেখা বই এবার না থাকলেও বি
আমলার রচিত বই আছে, যেগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। গ
উপন্যাস, কবিতার বইয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। চ
শতাধিক বইয়ের মধ্যে কবিতার বই ৭৫টি, গল্প-উপন্যাস ৯০টি, প্রবন্ধ
ইতিহাস-সমালোচনা-স্মৃতিকথা ইত্যাদির বই ৮০টির মতো
তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অনুব
বা গবেষণামূলক বই।

একজন লেখকের ৫টির বেশি বই কেনার নিয়ম না থাকলেও রচ
সমগ্র কেনার ফলে কার্যত এক লেখকের ১৫-২০টি পর্যন্ত বই কে
হয়েছে। আর বড়ো বড়ো আকারের বই বেশি কেনার ফলে ১৪৫টি কলে
কোনো বই-ই পাচ্ছে না।

আমাদের মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি বই কেনার সিদ্ধান্ত সম্পূ
সঠিক। টেন্ডারের মাধ্যমে বই কেনার চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক ভালো
কিন্তু এ পদ্ধতির পূর্ণ সুফল পেতে হলে মন্ত্রণালয় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠ
করে দেয়, তাকে আরো মনোযোগী হয়ে ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ কর
হবে। তাহলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বইয়ের মান, উপযোগিতা বা প্রকাশ
সংস্থার সুনাম ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়াটা ঠেকানো যাবে। এ ক
বলার কারণ হলো, গত দু বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তিনবার বই কেনার প্রক
নিলো, তিনবারই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। এই অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রো

আমাদের মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি বই কেনার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক। টেন্ডারের মাধ্যমে বই কেনার চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক ভালো। কিন্তু এ পদ্ধতির পূর্ণ সুফল পেতে হলে মন্ত্রণালয় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয়, তাকে আরো মনোযোগী হয়ে ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বইয়ের মান, উপযোগিতা বা প্রকাশনা সংস্থার সুনাম ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়াটা ঠেকানো যাবে।